মানুষ-মানুষ রোবট

সুকুমার রুজ

পুনশ্চ

সূচিপত্র

মানুষ মানুষ রোবট ৯

কোকোনিনোর জঙ্গলে ৬১

॥ মানুষ-মানুষ রোবট ॥

আজ সুমনের দারুণ মনখারাপ। তিতলির তো চোখের জল বাধা মানে না। পড়ার ঘরে বসে টেবিলে হাত রেখে মাথা গুঁজে কেঁদে যাচ্ছে তিতলি। কাঁদার ইচ্ছে হলেও সুমন অবশ্য দিদির মতো কাঁদতে পারছে না। কারও সামনে ওর কাঁদতে লজ্জা করে। কান্না পেলেই ওর মনে পড়ে যায়, স্কুলের গেম্‌সটিচারের কথা। গেম্‌সটিচার ভোলাস্যার বলেন, 'পুরুষ মানুষদের কাঁদতে নেই। কাঁদলে, নিজে তো মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে যাবেই, তোমাকে দেখে অন্যরাও মনে বল পাবে না। তাই

না কেঁদে, সাহস দিয়ে দুঃখটাকে চাপা দিতে হয়। তাতে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যায়।'

সুমনের আদর্শ ভোলাস্যার। তাই ভোলাস্যারের কথা মেনে চলার চেষ্টা করে ও। দিদি কাঁদছে দেখে ও দিদির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দিদির পিঠে হাত রেখে বলল, 'কাঁদিস না দিদি। মায়ের তেমন কিচ্ছু হয়নি। হাঁটুতে সামান্য চোট লেগেছে বলেই মনে হয়। দ্যাখ্, একটু পরেই মাকে নিয়ে বাপি হয়তো ফিরে আসবে। নার্সিংহোমে ভরতি হতে হবে না।'

তিতলির ফোঁপানিটা আরও বাড়ল। সুমন দিদির মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, ''তুই কী রে দিদি! বড়ো হয়ে কাঁদছিস? আমি ছোটো, আমি তো কাঁদছি না! কাঁদলে কি সমস্যার সমাধান হয়? জানিস, আমাদের ভোলাস্যার বলেন, পুরুষ মানুষদের...'

তিতলি টেবিল থেকে মুখ তুলল। কান্না মেশানো গলায় বলল, 'জানি জানি! এক কথা হাজারবার শুনতে ভাল্লাগে না। আমি কি পুরুষ? আমি তো মেয়ে।'

সুমন বলল, 'মেয়ে বলেই কি কাঁদতে হবে? যারা দুর্বল, তারাই কাঁদে। আজকাল সুনীতা উইলিয়ামসের মতো...।'

তিতলি ফ্রকের হাতায় চোখ মুছল, 'থাক, খুব হয়েছে! তোমাকে আর পাকা-পাকা কথা বলতে হবে না।'

সুমন বলল, 'পাকা-পাকা কথা বললাম বলেই তো তোর কান্না থামল। সত্যি কথা কী জানিস, তোকে কাঁদতে দেখে না আমারও কান্না পেয়ে যাচ্ছিল। তা ছাড়া ভয়ও করছিল একটু-একটু। পুরো ফ্ল্যাটে শুধু আমরা দু-জন। আজকাল দুপুরবেলায় বদমাশ লোকেরা ফ্ল্যাটে ঢুকে নানারকম কায়দা করে।'

ভাইয়ের ভয় পাওয়ার কথা শুনে তিতলিরও বুকের ভিতরটায় কেমন একটা ভয়ের দমকা হাওয়া। ওর চোখে মুখে দুঃখ ছাপিয়ে ভয়ের ছায়া ফুটে উঠল। ভীরু-ভীরু চোখে ও তাকাল বন্ধ দরজার দিকে। দরজার লক লাগানো রয়েছে। ভিতর থেকে না খুলে দিলে কেউ খুলতে পারবে না। ভিতর থেকে না খুললেই হল, এমন ভাবতেই ওর মনের মাঝে ঘুরতে থাকা ভয়টা কুণ্ডলী পাকিয়ে নিস্তেজ হয়ে গেল। ক্ষণেকের মধ্যেই দুঃখ ও ভয় ভুলে তিতলি যেন দিদির পদমর্যাদা ফিরে পেল। ও বলল, 'ওসব অলক্ষুণে কথা বলিস না তো! দরজায় লক লাগানো আছে। তা ছাড়া বাপি মাকে নিয়ে বেরনোর সময় নীচের ফ্ল্যাটের ভট্‌চাজকাকুকে বলে গেলেন শুনলি না, 'ছেলেমেয়েটা ওপরে একলা রইল। একটু নজর রেখো।'

'হ্যাঁ, ভাগ্যিস ভট্‌চাজকাকু আজ ঘরে আছেন। তা না হলে...।'

'দুর বোকা! আজ রবিবার না। রবিবার বলেই তো বাপিও ঘরে ছিলেন। তা না হলে কী যে হত! আমরা দু-জনে কী যে করতাম!'

'আমাদের পুজোর ছুটিটাও ভাগ্যিস কাল থেকে পড়ে গিয়েছে। মা একা থাকলে কী হত বল তো? জানিস, ওই কাজের দিদিটাই যত নষ্টের গোড়া! ওর জন্যেই...! মা কবে থেকে বলছেন, 'ডলি, বাথরুমটা খুব পিছল হয়েছে, ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে একটু ঘষে দিস তো! তা ...!"

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। ওর জন্যেই তো...! রোজ আসবে দেরি করে। তারপর বলবে, 'আজ আর সময় হবে না বউদি, অন্যবাড়ি কাজ আছে। কাল ঘষে দেব।' "

'দিদি! মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল রে! আর মাত্র চারদিন পর দুর্গাপুজো। এখন মায়ের পা ভেঙে গেলে পুজোর আনন্দটাই মাটি।'

'ঠিকই বলেছিস ভাই! ছোটোকাকুও ই-মেলে জানিয়েছেন, পরশুদিন মঙ্গলবার ফ্লোরিডা থেকে ফিরছেন। কোথায় কাকুর সঙ্গে এখানে-ওখানে ঘুরতে যাওয়ার আনন্দে লাফাচ্ছি। এমন সময় মায়ের ওই অবস্থা হল। সেরে উঠতে কদ্দিন লাগবে কে জানে! দিদি, একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে। ছোটোকাকু তো দিনচারেক পর আসছেন। কাকুকে মায়ের অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারটা ই-মেল করে ডিটেল্‌স-এ জানিয়ে দিই। কাকু যদি বিশেষ কোনও ওষুধ বা অন্য কিছু নিয়ে আসেন মায়ের সুস্থ হওয়ার জন্য, তা হলে ভালো হয়।'

'তাই কর। কাকু বলেন, আমেরিকার চিকিৎসা-ব্যবস্থা নাকি আমাদের দেশের চেয়ে অনেক এগিয়ে। যদি এমন কিছু নিয়ে আসেন, যাতে মায়ের পা দু-দিনে সেরে যায়। তা হলে খুব ভালো হয়।'

'তাই করি। তুই সরে বোস। কম্পিউটারের চেয়ারটা ছাড়।'

তিতলি চেয়ার থেকে উঠে বাথরুমে গেল। হাতে-মুখে জল দিয়ে এল। ঘরে ঢোকার আগে বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে একবার দেখে নিল, সামনের গলিতে কোনও সন্দেহজনক লোকজন আছে কি না। ভাইকে সাহস দিলে কী হবে, ওর মনেও যথেষ্ট ভয় আছে। কালই তো কাগজে পড়েছে, পার্ক স্ট্রিটের এক ফ্ল্যাটে দুপুরবেলায় দু-জন বদমাশ লোক গ্যাসকাকুদের মতো নীল উর্দি পরে এসে ডোরবেল বাজিয়েছিল। গ্যাস কোম্পানির লোক ভেবে দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে ওরা ঢুকে পড়ে ফ্ল্যাটে। ফ্ল্যাটে তখন শুধুমাত্র একজন মহিলা ছিলেন। তারপর কী ভয়ানক কাণ্ড! সেই মহিলাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে সব কিছু নিয়ে চম্পট। বাবা রাতে খাওয়ার সময় মাকে এই খবরটার কথা শুনিয়ে সাবধান হতে বলেছিলেন।

দরজার লকটা নিজে হাতে লাগানো সত্ত্বেও তিতলি সেটাকে আরও একবার নেড়েচেড়ে দেখে নিল, ঠিকঠিক লাগানো হয়েছে কিনা। তারপর গিয়ে সুমনের পাশের চেয়ারে বসল।

সুমন ততক্ষণে কম্পিউটার খুলে মেসেজ কম্পোজ শুরু করেছে। ও হঠাৎ কি-বোর্ডে নড়াচড়া করতে থাকা আঙুল থামিয়ে বলল, 'দিদি, মায়ের কী হয়েছে এখনও

তো ঠিক জানি না। বাথরুমে পড়ে গিয়ে হাঁটুতে আর হাতের কব্জিতে চোট লেগেছে, এটা লিখেছি! কীরকম চোট, হাড় ভাঙল কিনা, এসব ঠিকমতো না লিখলে কাকু ওষুধ সিলেক্ট করবেন কী করে?'

'তাই তো! এটা ভাববার কথা। তা হলে বরং এখন ই-মেল করতে হবে না। বাপি আর মা ফিরে আসুন। রাতে না হয়...।'

এমন সময় ক্রিং-ক্রিং শব্দে ফোনটা বেজে উঠল। তিতলি উঠে গিয়ে ফোন ধরল। সুমনও পায়ে-পায়ে দিদির পাশে দাঁড়াল। তিতলি রিসিভার তুলে বলল, 'নমস্কার। কাকে চাইছেন?'

সুমন হাত বাড়িয়ে টেলিফোনের স্পিকার-বোতামটা টিপে দিল। এবার ফোনের কথা জোরে শোনা যাচ্ছে।

'তিতু, বাপি বলছি। তোরা কিচ্ছু চিন্তা করিস না! তোদের মা ভালো আছে। তেমন মারাত্মক কিছু হয়নি। শুধু ডান হাতের কব্জির হাড়ে সামান্য চিড় ধরেছে। আর বাঁ হাঁটুতে একটু চোট লেগেছে। এক্স-রে'তে দেখা গেল ফ্র্যাকচার বা অন্য কিছু হয়নি। ফুলে গিয়েছে শুধু। হাতটা প্লাস্টার করে নিয়ে আমরা ফিরছি। তোরা ভয় পাস না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে যাব।'

'ঠিক আছে বাপি!'

'আর শোন! তোদের নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। তোর মা বলল, ফ্রিজে মিষ্টি আছে। ওগুলো বের করে দু-ভাইবোনে খেয়ে নিস। দু-জনে আবার খুনসুটি করিস না যেন!'

সুমন বলল, 'দিদি, ছাড়িস না। আমি বাপির সঙ্গে কথা বলব।'

তিতলি বলল, 'বাপি, ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলো।'

সুমন রিসিভার নিল, 'বাপি, বলছি, ছোটোকাকুকে ই-মেল করছি। মায়ের অ্যাক্সিডেন্টের কথা কি জানাব?'

'না, না, কাকুকে ওসব জানানোর দরকার নেই। ও আবার চিন্তায় পড়বে।'

'না বাপি, তেমন কিছু লিখব না। শুধু হাড়ের ব্যথা তাড়াতাড়ি কমানোর জন্য যদি কোনও স্পেশ্যাল ব্যবস্থা...। ক-দিন পরেই তো পুজো।'

'ঠিক আছে, জানা। এলেও তো জানবে। ছাড়লাম, বুঝলি!'

সুমন রিসিভার রেখে দিল। তিতলি কপালে, বুকে হাত ঠেকিয়ে বলল, 'যাক বাবা! মায়ের তেমন কিছু হয়নি।'

সুমন বলল, 'তেমন কিছু হয়নি কী রে! ডান হাতের কব্জির হাড়ে চিড় ধরেছে। দু-একদিনে সারবে ভাবছিস? একমাস হয়তো ব্যান্ডেজ বেঁধে রাখতে হবে। এই একমাস মায়ের কী কষ্ট হবে বল তো। ডলিদিও পুজোর সময় সাতদিন ছুটি নেবে। ওর গাঁয়ের বাড়িতে যাবে।'

তিতলি বলল, 'আচ্ছা, ডলিদিকে ছুটি নিতে নিষেধ করলে কি শুনবে না? মায়ের এরকম অবস্থা!'

'খেপেছিস দিদি। ও শুনবে? যাবে যখন বলেছে যাবেই। ওরা হল কাজের লোক, মানুষের কষ্টটষ্ট ওরা অত বোঝে না।'

'ওভাবে বলিস না। ওরাও তো মানুষ। পুজোর সময় আমাদের যেমন ঘুরতে, বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে, ওদের তো তেমনই একটু গাঁয়ের বাড়ি যেতে ইচ্ছে করে। সারা বছরই তো ওরা লোকের বাড়ি কাজ করে। আমাদের মতো ওরা সমুদ্রে-পাহাড়ে বেড়াতে যেতে পারে না। গাঁয়ের বাড়িতে দু-দিন গেলে ...।'

'বাব্বা! ডলিদির জন্যে তোর যে দেখছি খুব দরদ। সামান্য কাজের লোকের জন্য...!'

'ওভাবে বলিস না ভাই! মানুষকে কখনও ছোটো করতে নেই। নন্দিতামিস বলেন, সব মানুষেরই একটা আত্মসম্মান থাকে। কাউকে কখনও ছোটো করলে নিজেকেই ছোটো করা হয়। তোর ভোলাস্যারকে জিজ্ঞেস করে দেখিস, এই কথাই বলবেন।'

সুমন দিদির দিকে রাগ-রাগ চোখে তাকাল। তারপর বলল, 'ভারী এলেন জ্ঞানদাসুন্দরী।'

তিতলি ভেংচি কাটল, 'হুঁ, জ্ঞানদাসুন্দরী! তুমি যখন জ্ঞান দাও?'

'আমি তোকে জ্ঞান দিই না! তুই-ই তো...।'

'ভাই! বাপি কী বললেন শুনলি না? খুনসুটি করতে নিষেধ করলেন। তা হলে ঝগড়া করছিস কেন? বিপদের সময় ঝগড়া করলে সমস্যা আরও বাড়ে, জানিস?'

'এটা কি জ্ঞান দেওয়া নয়? অবশ্য ভোলাস্যারও এই কথাটা বলেন। ঠিক আছে চল। কাকুকে আগে খবরটা জানিয়ে দিই।'

সুমন কম্পিউটারের সামনে বসল। সমস্ত ঘটনাটা ইংরেজিতে কম্পোজ করল। কাজের মেয়ে ডলিদিও যে পুজোর সময় সাতদিন ছুটি নেবে, তাও জানাল।

তিতলি সুমনের পাশে বসে কম্পিউটারে চোখ রাখল। আর মনে-মনে ভাবল, ভাই তার চেয়ে এক ক্লাস নীচে, সেভেনে পড়ে। তবুও কিন্তু কম্পিউটারটা ভালোই শিখে গিয়েছে। ও মনে-মনে ভাইকে তারিফ করল আর ভাবল, ছোটোকাকুর মতো ভাইও নিশ্চয়ই বড়ো হয়ে বিজ্ঞানী হবে।

ই-মেল পাঠানোর পর সুমন বলল, 'দিদি, মা নিশ্চয়ই কয়েকদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে যাবেন, বল?'

তিতলি বলল, 'চল, আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, মাকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে দেওয়ার জন্য।'